রেজিলিয়েন্স, এন্ট্রোপ্রেনিয়রশিপ এ্যান্ড লাইভলিহুড ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্ট এর জন্য

অংশীজনদের অংশগ্রহনের পরিকল্পনা

সারসংক্ষেপ

রেজিলিয়েন্স, এন্ট্রোপ্রেনিয়রশিপ এ্যান্ড লাইভলিহুড ইম্প্রুভমেন্ট প্রজেক্ট প্রকল্পটি (RELIP) অর্থ মন্ত্রণালয়ের অধীনে সোশ্যাল ডেভলপমেন্ট ফাউন্ডেশন (ঝউঋ) নামক একটি স্বায়ত্তশাসিত অলাভজনক ট্রাস্টের নতুন জীবন লাইভলিহুড ইম্প্রুভমেন্ট প্রজেক্ট (NJLIP)চ প্রকল্পের ফলোআপ কর্মসুচি হিসেবে প্রস্তুত করা হয়েছে। জউখওচ প্রকল্পের লক্ষ্য হচ্ছে দরিদ্র এবং হতদরিদ্রদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন করা এবং জীবনজীবিকার উন্নয়নের সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ এবং প্রকল্পের এলাকাগুলোতে গ্রামীণ উদ্যোক্তাদের সহায়তা প্রদান দ্বারা তাদের এবং এর মাধ্যমে ৭৫০০০ প্রত্যক্ষ সুবিধাভোগীদের কাছে পৌঁছে যাওয়া, যাদের শতকরা ৯০ ভাগ নারী।

এই প্রকল্পটি ২০টি জেলার ৩২০০ গ্রাম অন্তর্ভুক্ত করবে এবং বিভিন্ন সহায়তার পাশাপাশি চলমান কভিড মহামারীতে যারা দারিদ্র্যতায় পর্যবসিত হয়েছেন ,তাদেরকে এককালীন অতিরিক্ত অর্থ অনুদান করা হবে। প্রকল্পের সুবিধাভোগীদের মধ্যে একটি অংশে ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী এবং বিপদগ্রস্ত জনগোষ্ঠীরদের অন্তর্ভুক্ত করা হবে । যেসব এলাকায় এইসকল জনগোষ্ঠীর বসবাস, সেসব এলাকার ক্ষেত্রে প্রকল্পটি ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী এবং বিপদগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর ডেভলপমেন্ট ফ্রেমওয়ার্ক (SEVDCF) অনুসরণ করবে। এই ফ্রেমওয়ার্ক অনুসরণের মুল লক্ষ্য হচ্ছে এই জনগোষ্ঠীর ধর্ম, সংস্কৃতি এবং সামাজিক প্রথার উপর প্রকল্পের নেতিবাচক প্রভাবকে নিরসন করা। অন্যভাবে বলা যায়, এই প্রকল্পটি কোনভাবেই তাদের নিজস্ব প্রথাগত মুল্যবোধের ব্যবস্থাকে ক্ষতিগ্রস্ত করবে না।

সংক্ষেপে, এই প্রকল্পটি নিম্নোলিখিত জরুরী চাহিদাগুলো নিয়ে কাজ করবেঃ

(১) বিপন্ন গ্রামীণ পরিবার লোর জীবনজীবিকার উপর সংকটের অভিঘাত মোকাবেলায় সাড়া প্রদান করা এবং ক্ষয়ক্ষতি পুরণ করে ঘুরে দাঁড়াবার শক্তি নির্মাণ (resilience building) করা;

(২) আয়মুলক কর্মকান্ডের মাধ্যমে গ্রামীণ পরিবার লোকে দারিদধ¨ থেকে উত্তরণে সহায়তা করা;

(৩) NJLIP'র যেসব উপকারভোগীর প্রাক-সংকট সময়ে দারিদধ¨ থেকে উত্তরণ ঘটেছিল এবং সংকটের কারণে যারা আবারো দরিদধাব্ছায় নিপতিত হয়েছেন তাদের সহায়তা করা; এবং

(৪) গ্রামীণ উদ্যোক্তাদের সৃজনের মাধ্যমে কোভিড-১৯জনিত সংকট-পরবর্তী সময়ে অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধারে সহায়তা প্রদান করা।

প্রকল্পের ৪টি কম্পোনেন্ট / উপাদান রয়েছেঃ

১। কমিউনিটি প্রতিষ্ঠানসমূহ এবং জীবনজীবিকা উন্নয়ন

২। ব্যবসা উন্নয়ন এবং প্রাতিষ্ঠানিক শক্তিশালীকরণ

৩। প্রকল্প ব্যবস্থাপনা পরিবীক্ষণ ও শিখন

৪। আকস্মিক জরুরী সাড়াপ্রদান (CERC)

এসইপি (SEP) প্রকল্পের বাস্তবায়ন জুড়ে জনসাধারণের তথ্য প্রকাশ এবং পরামর্শসহ প্রকল্পের অংশীদারদের নিযুক্ত করার জন্য বিভিন্ন পদ্ধতিসমূহ নির্ধারণ করে। প্রকল্পে এমন একটি ব্যবস্থা তৈরি করা হবে যেখানে প্রকল্পটি ব্যক্তি, সংস্থা এবং ব্যবসায়িক সংগঠনসমুহের বিভিন্ন গ্রুপের স্টেকহোল্ডারদেরকে জড়িত করবে এবং এর মাধ্যমে তাদের সচেতনতা তৈরি হবে,তারা ফিডব্যাক জানাতে পারবে এবং বিভিন্ন ইতিবাচক ও নেতিবাচক অভিযোগ জানাতে পারবে। স্থানীয়দের অংশগ্রহণ এবং বিকেন্দ্রীকরণ উন্নয়নের নীতির উপর ভিত্তি করে RELIP প্রকল্পটি কমিউনিটিভিত্তিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে সহায়তা করবে যাতে তারা সম্প্রদায়ের উন্নয়নের জন্য পরিষেবাগুলিকে কার্যকভাবে ব্যবস্থাপনা করতে পারে।

এটি গ্রামীণ উদ্যোক্তা নিয়ে সরকারি এবং বেসরকারির প্রতিষ্ঠানের মধ্যকার মতবিনিময় পরিচালনা করবে এবং তৃণমূল পর্যায়ের উদ্যোক্তা, স্থানীয় প্রশাসন এবং প্রকল্পের মধ্যে একটি আনুষ্ঠানিক পার্টনারশিপ তৈরি করবে। RELIP প্রকল্পটি প্রত্যন্ত এবং সুবিধাবঞ্চিত সম্প্রদায়কে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বাংলাদেশের ২০টি জেলায় কাজ করবে। এই প্রকল্পটির প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো NJLIP এর অনুরূপ হবে, যেখানে এসডিএফ এর প্রধান কার্যালয়, আঞ্চলিক কার্যালয়, মাঠপর্যায় কার্যালয়ের সাথে মন্ত্রানালয়ের যথাযথ প্রতিনিধিত্ব নিয়ে একটি প্রকল্প উপদেষ্টা কমিটি থাকবে। এই কাঠামো অনুযায়ী কমিউনিটি কার্যক্রমের জন্য প্রস্তুতকৃত ম্যানুয়াল এবং মানবসম্পপদ নীতিমালা ও ম্যানুয়াল সংশোধন করা হবে। এসডিএফ প্রধান কার্যালয়ে ব্যবস্থাপনা পরিচালকের তত্ত্বাবধানে এসইপি পরিচালনা, সমন্বয় এবং বাস্তবায়ন এবং সার্বক্ষণিক সদস্যদের মাধ্যমে বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালিত হবে।

বাংলাদেশে সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়া অথবা জনশুনানির সময়কালীন তথ্যের অধিকার, তথ্য নিয়ন্ত্রণ, এবং স্বচ্ছতা ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত প্রাসঙ্গিক এবং উল্লেখযোগ্য আইন রয়েছে। বাংলাদেশের সংবিধানে একাধিক নিবন্ধে জনমানুষের মতপ্রকাশের স্বাধীনতা, সমাবেশের স্বাধীনতা, আন্দোলন এবং পারস্পরিক মেলামেশার স্বাধীনতার নিশ্চয়তা প্রদানের উল্লেখ রয়েছে। তাছাড়া জনজীবনের জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা নিশ্চয়তা করতে বিস্তৃত আইন এবং নীতিমালা রয়েছে।

বিশ্বব্যাংকের ইএসএস ১০ এর শর্ত অনুসারে প্রকল্পগুলোর স্টেকহোল্ডারদের তথ্য প্রকাশ এবং ঋণগ্রহীতা ও স্টেকহোল্ডারদের মধ্যে স্বচ্ছ সম্পর্ককে গুরুত্ব দেওয়া। ইএসএস ১০ অনুযায়ী সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে প্রকল্পের সংগে স্টেকহোল্ডারদের সংযুক্তির মাধ্যমে পরিবেশগত ও সামাজিক টেকসই উন্নয়নের পাশাপাশি প্রকল্প প্রণয়ন এবং বাস্তবায়নকে কমিউনিটর কাছে আরও গ্রহণযোগ্য করে তোলা। আর তাই আরইএলআইপি প্রকল্পটি একটি বড় সংখ্যক স্টেকহোল্ডারদের একত্রে জড়িত করবে, এর মধ্যে এসডিএফ এবং মন্ত্রানালয়ের সংগে কমিউনিটির জনগণ এবং তাদের

প্রতিনিধিত্ব সংগঠনসমূহ (যেমনঃ গ্রাম সমিতি অথবা গ্রাম পরিষদ), স্থানীয় এনজিও, স্থানীয় সিভিল সোসাইটি, স্থানীয় প্রশাসন (ইউনিয়ন এবং উপজেলা পরিষদ), স্থানীয় ব্যবসায়ী এবং শ্রমিক সংগঠন এবং বিভিন্ন সরকারি অফিসের (ডিএই, ডিওএফ, ডিওএল, ইউএনও) অফিসারবৃন্দ থাকবেন। RELIP প্রকল্পের উপর স্টেকহোল্ডারদের জড়িত হবার আগ্রহ এবং এই প্রকল্প থেকে তাদের প্রত্যাশার উপর ভিত্তি করে এসইপি পরিচালিত হবে। প্রকল্পের সাথে সম্পৃক্ত দুর্বল এবং সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীসহ ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর মধ্যে একটি সার্ভেও পরিচালনা করা হবে।

এসইপি থেকে এইসকল পূর্ণাংগ তথ্য প্রকাশ করা হবে। বিভিন্ন ইএসএফ দলিলাদি যেমনঃ ইএসএমএফ/পি, ইএসআইএ, এসইপি, এলএমপি, এসইসিভিডিএফ/পি প্রভৃতি) জনগণের সামনে উন্মুক্ত করা হবে এবং এই সংক্রান্ত মতামত গ্রহণ করা হবে। তাছাড়াও এই দলিলাদির প্রিন্ট সংস্করণ জনগণের জন্য অফিসে সর্বদা উন্মুক্ত রাখা হবে।

এসডিএফ ওয়েবসাইটে ইএসএমএফ/ইএসএমপিএস, এলএমপি, এসইসিভিডিএফ, জেন্ডার/জিবিভি একশন প্ল্যান এবং এসইপি দলিলাদির ইলেকট্রনিক সংস্করণ আপলোড করে রাখা হবে। এর ফলে স্টেকহোল্ডাররা খুব সহজেই ইন্টারনেট থেকে প্রকল্পের যাবতীয় প্রস্তাবনা দেখতে পারবে এবং এই সংক্রান্ত পরামর্শ দিতে সক্রিয় থাকবে। ওয়েবসাইটে একটি ফিডব্যাক অপশন রাখা হবে যেখানে দর্শকরা অনলাইনে প্রকাশিত উপকরণগুলো নিয়ে তাদের মন্তব্য জানাতে পারবে। এই ব্যবস্থার ফলে স্টেকহোল্ডারদের কাছে নিয়মিত প্রকল্প সম্পর্কে ইনপুট পাওয়া যাবে। প্রকল্প থেকে স্টেকহোল্ডারদের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ ডাটা এবং টপিক শেয়ার করা হবে এবং স্টেকহোল্ডাররা ওই বিষয়ের উপর সরাসরি তাদের মতামত বিনিময় করতে পারবে।

যদি সরাসরি সাক্ষাতের মাধ্যমে সভা করা সম্ভব না হয়, তবে অবশ্যই স্থানীয়ভাবে এক বা একাধিক তথ্য প্রযুক্তি নির্ভর সমাধান গ্রহণ করা হবে। তথ্য প্রযুক্তি নির্ভর অনলাইন সমাবেশের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত পদ্ধতিগুলো বিবেচনায় আনা হবেঃ

১) অনলাইন সভার আগে সঠিক প্রস্তুতি গ্রহণ করা আবশ্যকঃ টেকনোলোজি টুলসের কার্যকারিতা পরীক্ষা করে নিতে হবে, এফএকিউ (ফ্রিকুয়েন্টলি আস্কড কোশ্চেন) তৈরি করতে হবে। জরুরী মেসেজ তৈরি করতে হবে ইত্যাদি।

২) আবেদনকারীর ভার্চুয়াল তালিকাভুক্ত করণঃ একটি নির্দিষ্ট প্লাটফর্ম থেকে আবেদনকারীরা ভার্চুয়ালি তালিকাভুক্ত হতে পারবে।

৩) কর্মশালার উপকরণ, প্রকল্প পরিকল্পনা, প্রতিবেদন, স্লাইড, সার্ভে, আলোচনার মুখ্য বিষয়গুলি সদস্যদের কাছে ছড়িয়ে দিতে হবে। এসব দলিলাদি অনলাইনের মাধ্যমেও তাদের কাছে পৌঁছে দেওয়া যাবে।

৪) পৌঁছে দেওয়া ডাটাগুলোর পর্যালোচনাঃ ডাটা বিষয়ে পর্যালোচনামুলক আলোচনার আগে সদস্যদেরকে একটি নির্দিষ্ট সময় দেওয়া হবে।

৫) সদস্যদের সম্মতি থাকলে তারা ভার্চুয়াল প্ল্যাটফর্মে কোন একটি স্বতন্ত্র থিম/ বিষয় নিয়ে তারা আলোচনা, সমালোচনা এবং মতবিনিময় করতে পারবে। আলোচনা করার জন্য প্রতি সদস্যদের জন্য ৬০ থেকে ৯০ মিনিট সময়ই যথেষ্ঠ।

৫) গ্রুপ, প্যানেল কিংবা টেবিল আলোচনাগুলো সোশ্যাল মিডিয়া ওয়েবের মাধ্যমে অনলাইনে পরিচালিত হবে। যেমনঃ হোয়াটসঅ্যাপ, ফেসবুক মেসেঞ্জার, জুম প্রভৃতি। এসব এপ্লিকেশনে চ্যাটিং অপশন বা ভয়েসে কথা বলে এই আলোচনাগুলো চলবে।

৬) আলোচনা সমাপ্তিঃ আলোচনার প্রধান সবশেষে আলোচনা থেকে আগত বক্তব্যের মুল উপজীব্য তুলে ধরবে এবং ইলেকট্রনিকালি সেই বক্তব্য সব অংশগ্রহণকারীর মধ্যে পৌঁছে দিবে।

NJLIP এর অনুরুপে RELIP এর জিআরএম গঠন করা হবে। এর গঠন হবে তিন স্তর বিশিষ্টঃ প্রধান কার্যালয়, আঞ্চলিক কার্যালয়, জেলা/মাঠপর্যায় কার্যালয়। এইখানে জোরদার ভাবে শ্রম আইন এবং ওয়ার্ল্ড ব্যাংক কর্তৃক প্রস্তাবিত এসইএ/এসএইচ নীতিমালা মানা হবে। প্রতিটি স্তরে একটি করে তিন থেকে পাঁচ সদস্যবিশিষ্ট অভিযোগ নিষ্পত্তিকরণ কমিটি (গ্রিভিয়েন্স রেডরেস কমিটি) থাকবে যেখানে প্রকল্পের একজন সুবিধাভোগী অন্তর্ভুক্ত থাকবে। যেসব এলাকায় প্রকল্পে সুবিধাভোগীদের মধ্যে ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী থাকবে, সেখানে কমিটিতে ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী থেকে সেই একজনকে অন্তর্ভুক্ত করা হবে। গঠিত জিআরসি প্রকৃতভাবে অভিযোগ উষ্কথাপন এবং নিরপেক্ষ তদন্ত ও স্বচ্ছ সমাধান নিশ্চিত করতে সচেষ্ট থাকবে। যদি কমিউনিটি ভিত্তিক কোন অভিযোগ উত্থাপিত হয়, তবে জিআরসি সদস্যরা ওই কমিউনিটিতে ওই অভিযোগের বিরুদ্ধে প্রচলিত নিষ্পত্তিকরণ ব্যবস্থাকে বিবচেনায় আনবে। জিআরসির কাছে আগত সকল অভিযোগ একটি রেজিস্টার খাতায় পূর্ণাঙ্গভাবে অভিযোগের বিবরণ, সমাধান পদ্ধতি এবং সমাপনী প্রক্রিয়ালিপিবদ্ধ করা হবে।

এসডিএফ স্টেকহোল্ডারদের কাছ থেকে লিখিত বা মৌখিক বক্তব্য এবং প্রতিক্রিয়া গ্রহণ করবে এবং সেই অনুযায়ী প্রকল্প ব্যবস্থাপনায় কোন প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। এই পদক্ষেপের ফলোআপগুলো নিয়মিতভাবে বিশদ আকারে স্টেকহোল্ডারদেরকে জানানো হবে। এর পাশাপাশি এসডিএফ বিশ্বব্যাংকের সাথে এসইপি নিয়ে অগ্রগতি প্রতিবেদন জমা দেবে, যেখানে স্টেকহোল্ডারদের সাথে বিভিন্ন কার্যক্রমগুলো নথিভুক্ত থাকবে।

এসইপি বাস্তবায়নের জন্য আনুমানিক বাজেট হচ্ছে ৬১৭,২৯৪ ইউএসডি তথা বাংলাদেশী টাকায় ৫২,৪৭০,০০০ টাকা (১ ইউএসডি= ৮৫ টাকা)। এই বাজেটে একজন স্টেকহোল্ডার এনগেজমেন্ট এন্ড কমিউনিকেশন স্পেশালিস্টের ৫ বছরের বেতন অন্তর্গত করা হয়েছে এবং এর পাশাপাশি প্রশিক্ষণ, যোগাযোগের সামগ্রী প্রস্তুতকরণ, পরামর্শ ও বৈঠক এবং জিএম (গ্রিভিয়েন্স ম্যানেজমেন্ট) পরিচালনার জন্য ব্যয় ধরা হয়েছে।